
জাম্পিং
বনাম
বাম্পিং



জাম্পিং এবং বাম্পিং



চিত্তরঞ্জন সুর

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
ক লি কা তা - ১২

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ-- শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর
ডি, এন, প্রেস
৩০, কলেজ রো,
কলকাতা—৯

দস্যি-দামাল-ডানপিটে-ভীরু-চঞ্চল-বেপরোয়া-শান্তশিষ্ট এমন কি দুষ্টু-বোকা সবরকম ভাল-মন্দ ছেলেমেয়েদের জন্যেই লেখা হয়েছে জাম্পিং বনাম বাম্পিং : কাজেই বইখানা তাদের নামেই উৎসর্গ করলাম।

দমদম
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ চিত্তরঞ্জন সুর



জাম্পিং পায় বাম্পিং



বছরের প্রথম দিকে যে ছেলেটি নতুন স্কুলে এসে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হল, তার নাম পল্টন। ডাগর-ডোগর চেহারা—বেশ শান্ত শিষ্ট। পল্লীগ্রাম থেকে নতুন কলকাতার স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছে।

ক্লাসের সেরা ছেলে ভোদল,—অবশ্যি পড়াশুনার দিক দিয়ে নয়! যেমন নাম তেমনি হোঁৎকা শরীর। ধুতি পাঞ্জাবী পরে আর মিনিটে মিনিটে চুল আঁচড়ায়। মাষ্টারমশাইরা পড়াশুনা থেকে তাকে এক-রকম অব্যাহতিই দিয়েছেন কিন্তু আজ তিন বছর যাবৎ এই ক্লাস থেকে তার ছাড়পত্র দিতে পারেন নি। সহপাঠীদের হাতের গুলি দেখিয়ে সে বশ করে রেখেছে। মাঝে মাঝে গর্ব করে বলে—আরে ধুৎ। ফি বছরেই যদি ক্লাসে উঠব তবে ছুটি বছরেই তো স্কুলের পাট যাবে চুকে। ইচ্ছে করেই তো তাই একই ক্লাসে পড়ে আছি। বলতে কি, এই ক্লাসটার 'পরে আমার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। আর তাছাড়া চাণক্য শ্লোকে আছে—'বারং বারং স্থানং ন পরিত্যাজেৎ' অর্থাৎ কিনা বার বার স্থান ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

সহপাঠীরা নিরুপায় হয়েই মেনে নেয়—হয়তো বা চাণক্য শ্লোকে ঐ রকম কিছু একটা লেখা আছে।

প্রথম দিন পল্টন ক্লাসে ঢুকে দেখে ফার্ষ্ট বেঞ্চ তখনো খালি। পেছনের বেঞ্চগুলিতে ছেলেরা বসে গল্প করছে। রীতিমত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সে গিয়ে ফার্ষ্ট বেঞ্চে বসল। এমন সময় পেছন থেকে

চেঁচিয়ে কে যেন বলে উঠল—ওখানে বসো না তুমি। ও বেঞ্চিটা আমাদের ভোদলদার জন্যে।

আর একজন বললে—আমরা আজও পর্যন্ত ওই বেঞ্চে বসতে পারি নি। ভোদলদা বলে—সময়মত দীক্ষা নিতে হবে, তারপর পাশে বসতে দেবে। ভালো চাও তো উঠে এস।

পল্টন আপত্তি জানিয়ে বললে—তার মানে? যেখানে খুসি সেখানে বসব। বেঞ্চ তো কারো কেনা নয়।

—বটে, বেঞ্চ কেনা কি কেনা নয়, একটু পরেই দেখতে পাবে, ভোদল দা এলে—বলল ফাৎনা।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জবাব দিল পল্টন—তা দেখবই তো!

ফোড়ন কেটে উঠল পাজামা পরা ছেলেটি—বলি নবাব পুত্তুর দলাইলামা যেন! ভোদলদা'র আড়ং ধোলাই খেলে পর বুঝবে আলুর দম আর কোথায় লাগে।

হাফ প্যান্ট পরা ঘ্যান্টা বললে—আরে আড়ং ধোলাই তো পরের কথা, একটা রদ্দা খেলেই ওর পিলে একেবারে বম-ফট হয়ে যাবে। পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতে দিশে পাবে না।

ফার্ষ্ট ওয়ার্নিং পড়ল। হুড় হুড় করে একদল ছেলে ক্লাস রুমে এসে ঢুকল। পল্টন আড়চোখে প্রায় প্রত্যেককেই একবার দেখে নিয়ে ঠিক হয়ে বসল। এমন সময় হঠাৎ দরজার সামনে যে মূর্তিটির আবির্ভাব ঘটল তাকে দেখে ক্লাসের সমস্ত ছেলেরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলে উঠল,—ভোদলদা কী জয়!

পল্টন কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। ভোদলের দিকে একটিবার চেয়ে আবার গুম হয়ে বসে রইল।

এক পা দু' পা করে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে ভোদল সহপাঠীদের জিজ্ঞাসা করল—এ্যারে, এটি আবার ক্যারে? দিব্যি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন আমারই জায়গায়?

সমস্বরে উত্তর দিল ছেলেরা—নতুন ভর্তি হয়েছে, ভোদলদা।

ভোদল—তোরা ওকে ক্লাসের আইন-কানুন বুঝিয়ে দিসনি ক্যানে ?

ট্যারা চোখ ফটকে বলল—বুঝাইনি আবার! নবাব-পুত্তুর বলে কিনা, আরে লে লে চুপ কর। তোদের ভোদলদাকে ভোদড় বানিয়ে ছাড়ব।

চোখ দুটি কপালে তুলে ভোদল পল্টনের সামনে এগিয়ে এসে বলল—বটে! তা মাণিকচাঁদের নাম কি ?

গম্ভীর ভাবে জবাব দেয় পল্টন—পল্টন সেন।

—নিবাস ?

—আগে ছিল খুলনা জেলার খালিশপুর গ্রামে। এখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

—বয়স ?

—পনেরো বছর।

—ফাদার্স নেম ?

—সত্যজিৎ সেন।

—এক ক্লাসে ক বছর থাকা হয় ?

—আমি প্রত্যেক বছরেই পাশ করে ক্লাসে উঠি।

—বিড়ি সিগ্রেট কিংবা নস্যি—এসব কিছু চলে ?

—কিচ্ছু না।

—টুক্‌লি করার হাত আছে ?

—কোন দিনই না।

—এই দ্যাখো, আমার হাতের গুলি দেখেছ ?

সাংঘাতিক বিরক্ত হয়েই জবাব দিল পল্টন—দেখেছি বৈকি!

চোখের ইঙ্গিতে পেছনের বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিয়ে ভোদল বলল—অল রাইট, ঐ বেঞ্চে গিয়ে বসো।

অবজ্ঞার সঙ্গে প্রতিবাদ করল পল্টন—লাষ্ট বেঞ্চে আমি বসি না।